ইত্তেফাক

তারিখ ... ৯/১/৭৮
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ১ ...

পরিসংখ্যানের প্রয়োজনীয়তা প্রসঙ্গে

১৯৭৪ সালে সম্পন্ন আদমশুমারির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ ও কৌতূহলোদ্দীপক তথ্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় সম্প্রতি ছাপা হইয়াছে। তাহাতে জানা যায়, বাংলাদেশের ৭ কোটি ৬৩ লক্ষ ৯৮ হাজার লোকের শতকরা ৫৪ জনেরই বয়স হয় ১৫ বছরের নীচে অথবা ৬০ বছরের উপরে। অর্থাৎ তারা পোষ্য। অন্যের রোজগারে তাদের জীবন ধারণ। জানা যায়, ১৯৭৪ সাল পর্যন্ত গত ১৩ বছরে লোকসংখ্যা শতকরা প্রায় তিন ভাগ বৃদ্ধি পাইয়াছে। গৃহবধূ ও নিষ্কর্মা ব্যক্তিরা মোট জনসংখ্যার শতকরা ৩৬ ভাগ। অক্ষরজ্ঞানসম্পন্ন লোকের সংখ্যা বাড়িয়া শতকরা ২৫-এ দাঁড়াইয়াছে।

সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় আদমশুমারির আরও কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছে। নির্দ্বিধায় বলা যাইতে পারে, ১৯৭৪ সালের এই আদমশুমারির তথ্য ও পরিসংখ্যানসমূহ জাতীয় পরিসংখ্যানের ক্ষেত্রে বিরাজমান জমাট অন্ধকারের উপর অন্ততঃ কিছুটা আলোর বিচ্ছুরণ ঘটাইবে। জাতীয় অর্থনীতি ও সামাজিক উত্তরণের ক্ষেত্রে কোথায় আমাদের সঠিক অবস্থান, এই বিষয়ে আংশিক হইলেও কিছু অবহিতির সূত্র জোগাইবে এইসব তথ্য ও পরিসংখ্যান। একেবারে অন্ধকারে ঢিল ছোঁড়ার চাইতে ইহা যে অন্ততঃ মন্দের ভাল, তাহা স্বীকার করিতে হয়।

বিভিন্ন পর্যায়ে পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহের কিছু ব্যবস্থা যে আমাদের নাই, তাহা ঠিক নয়। পরিকল্পনা দফতর, অর্থ দফতরসহ দুই একটি বিভাগের আওতায় সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যবস্থা রহিয়াছে। আলাদাভাবে সরকারের একটি ষ্ট্যাটিষ্টিকাল ব্যুরোও আছে বলিয়া জানি। কিন্তু বলা অতিশয়োক্তি হইবে না যে, গোটা দেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক অবস্থা জানা ও বুঝার মত কোন পরিসংখ্যানগত ভিত্তি সমন্বিতভাবে এবং সর্বতোভাবে আজও গড়িয়া উঠিতে পারে নাই। বলিতে কি, জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্যের গুরুত্বের বিষয়ে সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি ও সচেতনতা প্রশাসনের মধ্যে বড় বেশী প্রকট। সেখানে গোটা অবস্থাটা জুড়িয়া আছে সমূহ উদাসীনতা ও অথর্বতা।

আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত পরিকল্পনা প্রণয়নের আর কোন ভিত্তি নাই পরিসংখ্যান ছাড়া। রোগীকে ধরা-ছোঁয়া ও পরীক্ষার বাহিরে রাখিয়া চিকিৎসার যে ফলাফল হইতে পারে, একই ফলাফল পরিসংখ্যানের ভিত্তি ব্যতিরেকে প্রণীত অর্থনৈতিক পরিকল্পনার ব্যাপারেও প্রত্যাশিত। আমাদের সংবাদপত্রের হেড লাইন ভেদ করিয়া কখনো কখনো যে গৃহীত পরিকল্পনা ও তার বাস্তব ফলাফলের বিরাট ফারাক উদঘাটিত হইয়া পড়ে, ইহার মূলে অন্যান্য কারণসহ অবশ্যই আছে সঠিক পরিসংখ্যান সংগ্রহের ব্যর্থতা। এই বিষয়ে অধিক বর্ণনা বাহুল্যমাত্র। আমাদের দেশে কৃষির যান্ত্রিকীকরণ, খাদ্যোৎপাদন বৃদ্ধির হার এবং অধিক ফলনের আন্দোলন যে কোথায় অবরুদ্ধ হইয়া আছে, লোকজনের কর্মস্পৃহার অভাবের মধ্যে, নাকি জমির আলের খণ্ডবিখণ্ডতার উপর, নাকি কৃষক সাধারণের সমূহ দরিদ্রদশার কারণে, নাকি অন্যান্য অবস্থাহেতু তাহা পরিসংখ্যানের ভিত্তিতে ভালরূপ যাচাই ও পর্যালোচনা না করিয়া, প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা ও পদক্ষেপ নির্দেশিত না করিয়া কিভাবে কৃষি পরিকল্পনা প্রণীত হয় বা হইতে পারে? অনুরূপ প্রশ্ন অর্থনীতি, রাজনীতি ও সামাজিক অবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই উত্থাপন করা যায়।

আমাদের ধারণা, জাতীয় পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহের ক্ষেত্রে প্রশাসনের ভিতর একটি সুসমন্বিত কার্যসূচী চালু ও অব্যাহত রাখা দরকার। প্রত্যেকটি জেলা প্রশাসনে একটি করিয়া 'ডাটা ব্যাঙ্ক' বা তথ্য সংগ্রহ শিবির চালু করা যায় বেশীরকম হুলস্থুল কাণ্ড না ঘটাইয়াই। প্রশাসনের ইউনিয়ন ও থানা পর্যায়ের ইউনিটসমূহ প্রয়োজনীয় নির্দেশের আওতায় প্রতিটি এলাকার স্বাস্থ্য, শিক্ষা, ঘরবাড়ি, উৎপাদন, সমবায় তৎপরতা, আইন-শৃংখলা পরিস্থিতি, রাস্তা-ঘাট, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড ও প্রবণতা ইত্যাকার বিষয়ে তথ্য ও পরিসংখ্যান সংগ্রহ করিতে পারে একটি বাড়তি দায়িত্ব হিসাবে। এইভাবে গোটা দেশের জনজীবন, অর্থনৈতিক অবস্থা, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অবস্থা সম্পর্কে সংগৃহীত হইতে পারে বছরওয়ারী পরিসংখ্যান। আমরা আশা করিব, কর্তৃপক্ষ গোটা বিষয়টির তাৎপর্য অনুধাবনের চেষ্টা করিবেন এবং যথাশীঘ্র সারা দেশব্যাপী একটি সমন্বিত পরিসংখ্যান ও তথ্য সংগ্রহের কর্মসূচী চালুর ব্যবস্থা করিবেন।